চতুর্দশ অধ্যায়

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বেসরকারি খাতে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক । টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে অর্থনৈতিক খাত বিশেষ করে শিল্প ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজন। উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার নিরলসভাবেভাবে কাজ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্প ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership) ভিত্তিতে সরকার নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১,৬৪৩টি বেসরকারি প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবনা ছিল ২,০৭,২৯২ কোটি টাকা। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) ১,০২২টি বেসরকারি প্রকল্পে এ প্রস্তাবনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯০,৮৫৪ কোটি টাকা। ২০১৮ (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) সালে মোট স্থূল (gross) প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ২,৯৩৭.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৭ সালে ছিল ২,১৫১.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্য পূরণেও বেসরকারি বিনিয়োগ কাজ করে যাচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) মোট ৪১,১২৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪০ শতাংশই উৎপাদিত হয়েছে বেসরকারি খাত থেকে। বাংলাদেশ পরপর নবম বারের মত Moody's এবং S&P কর্তৃক স্থিতিশীল অর্থাৎ Ba3 এবং BB– রেটিং অর্জন করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগে সরকারের পক্ষ থেকে নানা কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স পদ্ধতি প্রবর্তন করে তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের মোট বিনিয়োগ জিডিপির ৩১.৫৬ শতাংশ। এর মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান জিডিপি'র ২৩.৪০ শতাংশ। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করতে সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মূলত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও বর্তমান প্রতিযোগিতাময় মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখা এবং জনগণের দোরগোঁড়ায় সকল সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে, বেসরকারি বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকার বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনসহ ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বিনিয়োগ পরিবেশ

বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) প্রকাশিত ডুয়িং বিজনেস বিষয়ক প্রতিবেদন মূলত বিশ্বের দেশসমূহের বিনিয়োগ পরিবেশকে প্রতিফলিত করে। এ প্রতিবেদন বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িক অবস্থান, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, ঋণ প্রাপ্তির অবস্থা, ব্যবসা শুরু ও কর প্রদানের ক্ষেত্র সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরে। ২০১৯ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ইজ অব ডুয়িং বিজনেস গ্লোবাল র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৭৬ তম। তবে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৯তম। তাছাড়া, ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬১তম। এছাড়া, ব্যবসা শুরু ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান যথাক্রমে ১৩৮তম ও ১৫১তম।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কর্তৃক সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিকমানের অনলাইনভিত্তিক ওয়ানস্টপ সার্ভিস জানুয়ারি ২০১৯ মাসে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে। ওয়ানস্টপ সার্ভিস পূর্ণাঙ্গরূপে চালুর মাধ্যমে বিনিয়োগ

পরিবেশের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। Online Payment gateway এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিডা'র নতুন ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে যা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হচ্ছে। সকল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদ রাখা হচ্ছে। বর্তমানে বিডা'র নিজস্ব সার্ভারের মাধ্যমে ORS ও BOST এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

Ease of Doing Business-2019 সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আগামী ৫ বছরের মধ্যে ১০০ এর নিচে আনার লক্ষ্যে প্রতিটি নির্দেশকের উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে আলোচনা করে ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে প্রতিটি নির্দেশকের সময়, খরচ ও প্রক্রিয়া কমানোর কাজ শুরু হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে স্টিয়ারিং কমিটি ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

সার্বভৌম ঋণমান (Sovereign Credit Rating)

আন্তর্জাতিক ঋণমান নিয়ন্ত্রণকারী দু'টি প্রতিষ্ঠান Standard and Poor's (S&P) এবং Moody's বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সার্বভৌম ঋণমান অবস্থান প্রকাশ করে। ২০১০ সালে সংস্থা দুটি বাংলাদেশকে প্রথমবারের মত তাদের সার্বভৌম ঋণমান তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। এ রেটিং তালিকায় ২০১০ সালে Moody's এবং S&P বাংলাদেশকে যথাক্রমে Ba3 এবং BB- মান প্রদান করেছে। দুটি সংস্থাই প্রতি বছর এ ঋণমান পুনর্মূল্যায়ন করে। বাংলাদেশ পরপর নবমবারের মত Moody's এবং S&P কর্তৃক স্থিতিশীল অর্থাৎ Ba3 ও BB রেটিং অর্জন করেছে। অপর একটি ঋণমান প্রতিষ্ঠান Fitch Rating এ বাংলাদেশ পরপর দুবার BB- রেটিং পেয়েছে যা স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক খাতের দৃঢ় অবস্থানের প্রতিফলন।

প্রকৃত বিনিয়োগ (বৈদেশিক ও স্থানীয়)

প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI)

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত অর্ধ-বার্ষিক এন্টারপ্রাইজ জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়। ২০১৮ (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) পঞ্জিকা বর্ষে মোট স্থূল (gross) প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ২,৯৩৭.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে Disinvestment ৬৭১.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং Net FDI inflow ২২৬৫.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র ১৪.১ এ ২০১০ সাল থেকে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের ধারা উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) প্রবাহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক * জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০১৮।

সারণি ১৪.১ এ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ দেখানো হলো। এ সারণি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রকৃত বিনিয়োগ প্রবাহের প্রধান উপাদান হলো পুনঃবিনিয়োগ। এরপর রয়েছে সমমূলধন ও আন্তঃকোম্পানি ঋণ।

সারণি ১৪.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদান ভিত্তিক প্রবাহ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিনিয়োগ উপাদান	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮*
সমমূলধন	৫১৯.৯৮	৪৩১.৮৫	৪৯৭.৬৩	৫৪১.০৬	২৮০.৩০	৬৯৬.৬৭	৯১১.৩৮	৫৩৮.৯০	৬০৫.৩৭
পুনঃবিনিয়োগ	৩৬৪.৬২	৪৮৯.৬৩	৫৮৭.৫৩	৬৯৭.১১	৯৮৮.৮১	১১৪৪.৭৪	১২১৫.৩৯	১২৭৯.৪২	৯২৮.২৭
আন্তঃ কোম্পানি ঋণ	২৮.৭২	২১৪.৯০	২০৭.৪০	৩৬০.৯৯	২৮২.১৭	৩৯৩.৯৮	২০৫.৯৫	৩৩৩.২৪	৭৩১.৯৫
সর্বমোট	**৯১৩.৩২**	**১১৩৬.৩৮**	**১২৯২.৫৬**	**১৫৯৯.১৬**	**১৫৫১.২৮**	**২২৩৫.৩৯**	**২৩৩২.৭২**	**২১৫১.৫৬**	**২২৬৫.৫৯**

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক * জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত।

প্রকৃত স্থানীয় বিনিয়োগ

মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানির পরিসংখ্যান হতে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে ৬৫ শতাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে।

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির হারকে শিল্পায়নের গতিধারা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৩,৯৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ আমদানির পরিমাণ ছিল ৫,৪৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র ১৪.২ এ ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.২ঃ মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

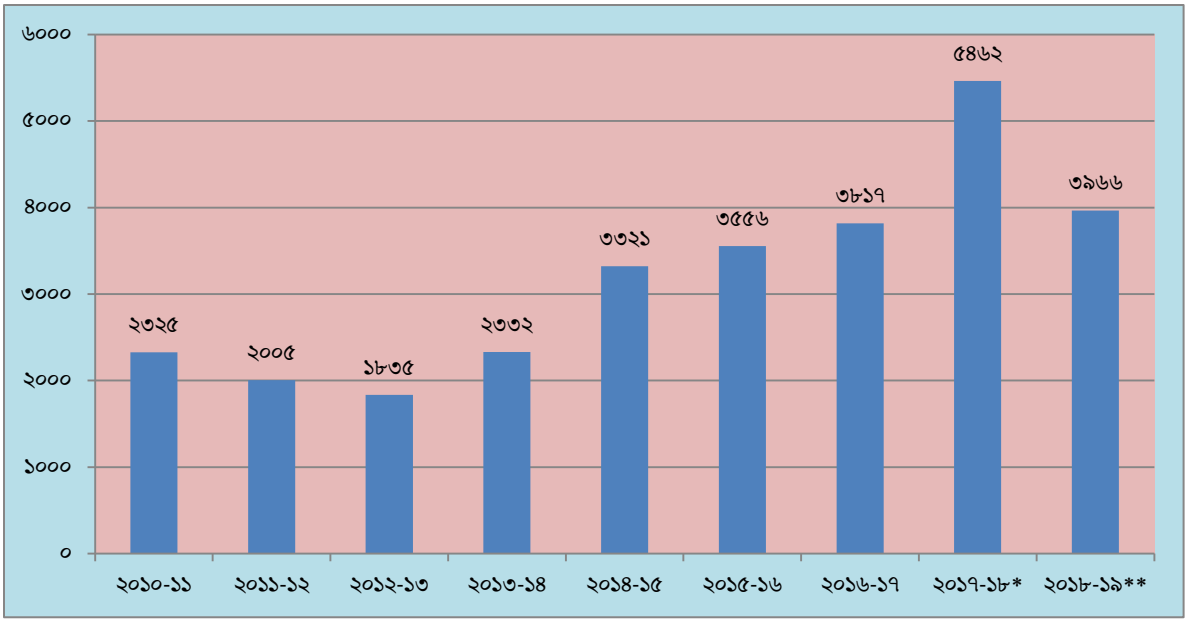

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক * সংশোধিত ** ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বৈদেশিক)

বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ হলো বিনিয়োগ নিবন্ধন, যা পরবর্তীকালে প্রকল্প সংক্রান্ত সার্বিক সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ১,৬৪৩টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ ছিল ২,০৭,২৯২ কোটি টাকা। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১,০২২টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৯০,৮৫৪ কোটি টাকা। ২০১০-১১ অর্থবছর হতে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের বছরওয়ারি তথ্য সারণি ১৪.২ এ দেখানো হলো:

সারণি ১৪.২ঃ বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন

অর্থবছর	স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		মোট প্রস্তাবনা		প্রবৃদ্ধি (%)
	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	
২০১০-১১	১৭৪৬	৫৫৩৬৯	১৯৬	৩৬৫২৪	১৯৪২	৯১৮৯৩	১৭৩.০০
২০১১-১২	১৭৩৫	৫৩৪৭৬	২২১	৩৪৪১৬	১৯৫৬	৮৭৮৯৩	-১০.০০
২০১২-১৩	১৪৫৭	৪৪৬১৫	২১৯	২২০৭২	১৬৭৬	৬৬৬৮৭	-২৪.০০
২০১৩-১৪	১৩০৮	৪৯৭৫৯	১২৪	১৮৫৩১	১৪৩২	৬৮২৯১	২.৪০
২০১৪-১৫	১৩০৯	৯১২৭৩	১২০	৮০৬১	১৪২৯	৯৯৩৩৪	৪৫.৪৬
২০১৫-১৬	১৫১১	৯৪৫৮৫	১৫১	১৫৫৭৬	১৬৬২	১১০১৬১	৯.৮৬
২০১৬-১৭	১৫৭৮	৯৯৬৭২	১৬৭	৮৫৫৮৯	১৭৪৫	১৮৫২৬১	৬৮.১৭
২০১৭-১৮	১৪৮৩	১২৫৭৯৯	১৬০	৮১৪৯৩	১৬৪৩	২০৭২৯২	১১.৮৯
২০১৮-১৯*	৮৯৫	৫৪৫১৫	১২৭	৩৬৩৩৮	১০২২	৯০৮৫৪	-

সূত্রঃ মাসিক প্রতিবেদন (২০১৮-১৯), পলিসি এ্যাডভোকেসী অধিশাখা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

সম্পূর্ণ স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১১-১২ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল ৫,৩৪,৭৬৯.০৬ মিলিয়ন টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত এ বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৪৫,১৫৩.২৬ মিলিয়ন টাকা। স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি ১৪.৩ এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৩ঃ স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন টাকা)

বৃহৎ	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
কৃষিভিত্তিক	৬১১৯৫.২৭	৫৪৬৫৪.১৫	৭৫১০৫.২৬	১১৩৮২০.২৪	১০৬৫৭১.১৪	৬৬৯৮৬.৭৮	৮১৭৭৪.২৩	২৮০৮৭.৪২
ফুড এন্ড	১০৮২২.১৮	৮৮৩৭.৫১	১৮০৮৩.০১	৪২৭৯২.২৬	২৬১৯৬.৪৭	৭৭৭২৩.৩৫	৩৭১৬৮.৭২	২৫৬১১.৬৭
টেক্সটাইল	১০৫৫৭৫.৭৯	১৭২৮০৩.৬২	৮২২৯৬.৫১	১৭৬৪৭৩.৩৪	১৬৯১১৭.০৫	১৮৯৭০৫.৮৮	২৫৭৭৯২.৫২	১০৯১৬৭.৭৯
প্রিন্টিং এন্ড	৪১৫১.৩৯	৫১৫৬.৯৯	৪৩০০.৭৫	৭৯০৭.৮৩	৭০৪৯.৭৪	২৬১০৭.৬২	১১৬১৮.৩৮	২১৩০২.৩৫
ট্যানারি এন্ড	১৩৮৫.৮০	২৯০৭.৬৫	৭১৬১.৬০	৫৫৫১.৮১	১৫০৫২.৪০	১৫০৬৮.১৯	১৯৩৮৫.০৫	১০৬৫৪.৭৭
কেমিক্যালস	৯৫৪৯১.৪৪	৭৫০৪৮.৯৮	৭৮৬৮৫.২৯	২৩০৮৪৩.৪৩	৩১৮২৪০.৬৪	২২৯৯১১.৭০	৩৮৯৯২৫.৪০	১৯৪২৯৯.৯৩
গ্লাস এন্ড	২৩৯৯.৩৩	১৮৫২.৮০	৭৭৩৫.৬৩	১৯২৫৪.৬২	৭৬৫০.৪৮	২৩৮০৮.৫০	১৬৪০৫.৯৬	১৯০১৩.০৮
ইঞ্জিনিয়ারিং	৪৯৫৮১.৩৮	৩১৯০২.৪৮	৬১২৯৪.১৭	৮৯৮৯৭.২৫	১৩৩৮৪৭.১৪	১৬০০০৯.৫৭	১৩৫২৮৭.২৪	৬৫৫৪৯.৫৯
সার্ভিস শিল্প	১৫৫০৬১.৪৭	৮৭২৬৭.৯৩	১৫৮৬৮৩.২২	২০৯৬৫৪.২৩	১০৭৫১২.৭৫	১৩৪১৮৭.৮৯	২৯৫৪০৩.৬৭	৬৮৩০৫.৫৫
বিবিধ শিল্প	৪৯১০৫.০৩	৫৭১৬.৪৯	৪২৯৪.০৪	১৬৫৩৫.৭০	৫৪৬১৬.২৩	৭২৬৯৫.১২	১৩২৩০.৫০	৩০৩৩.২১
মোট	**৫৩৪৭৬৯.০৬**	**৪৪৬১৪৮.৫৯**	**৪৯৭৫৯৩.২৫**	**৯১২৭৩০.৭১**	**৯৪৫৮৫৪.০৪**	**৯৯৬৭২৫.৭৫**	**১২৫৭৯৯১.৬৭**	**৫৪৫১৫৩.২৬**

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারী) কেমিক্যালস শিল্প খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ ৩৫.৬৫ শতাংশ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো বস্ত্র শিল্প ২০.০৩ শতাংশ, সার্ভিস ১২.৫৩ শতাংশ ও ইঞ্জিনিয়ারিং ১২.০৩ শতাংশ। লেখচিত্র ১৪.৩ এ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাত ভিত্তিক বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৩ঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

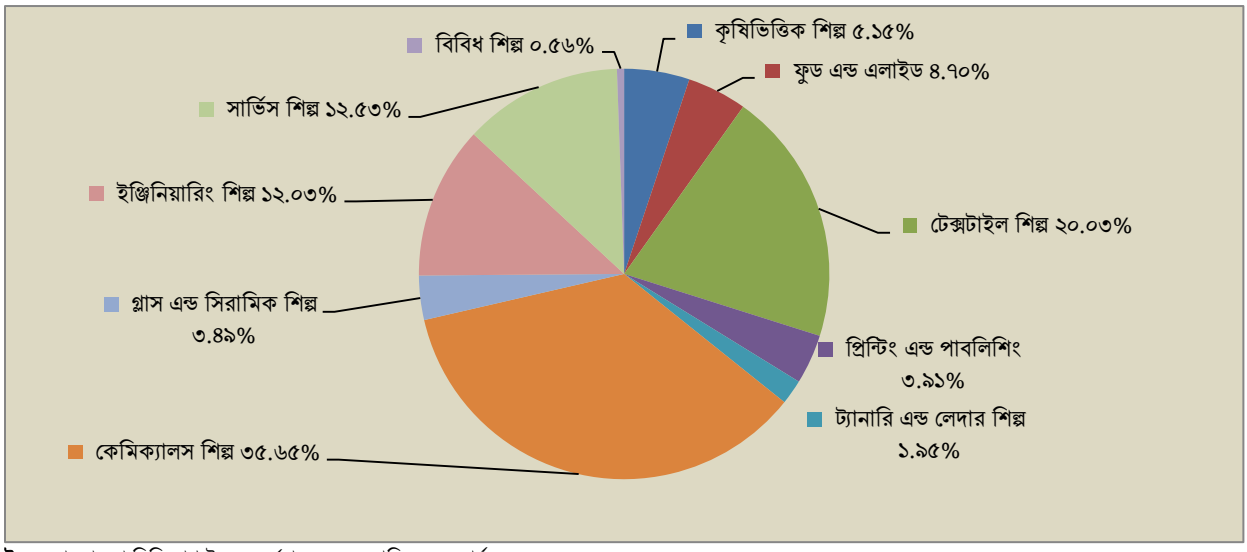

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

সম্পূর্ণ বিদেশি ও যৌথ মালিকানাধীন বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগে মোট ১২৭টি নতুন প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যাতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৪,২৬৫.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার প্রধান খাতগুলো হলো কৃষিভিত্তিক ও বিবিধ। সারণি ১৪:৪ এ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশিত করা হলোঃ

সারণি ১৪.৪ঃ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বৃহৎ খাতের নাম	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	১২২.৫২	৯৬.৯০	৯৪.৩৮	৭৫.২৫	২৯.৬৮	৩৮.১৯	৩৩.৫৬	২৭.৩৬	১১৪৪.৯৬
ফুড এন্ড এলাইড শিল্প	১২.৮৪	৯৮.৯১	১৩.১২	৪.৭০	০.১৩	৬.৮০	১৪.৪৯	১৭৫.০৯	৩৪.৫৫
টেক্সটাইল শিল্প	১৬০.১৪	২৪৯.৫০	৫৪.৬৪	৬২.৬৬	৮.৩৫	১৬.১০	০.৪৫	১২৭.৫৩	১৭৬.৬২
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	০.০০	০.৭৬	-	-	-	১.৮৫	-	৫.১৪	০.২০
ট্যানারী এন্ড লেদার শিল্প	৫.৯৮	১৭.৫৩	৫৭.২৯	৩২.৫৫	১৭.৪৯	১১.৩৬	৩.৩৩	৫৫.২৫	১৪.৯৩
কেমিক্যালস শিল্প	৬৯.৫৪	১৬৫.৩১	২৯.৬৬	২০.৫০	৬৩.২৯	৫১.৫২	১৬.৭৫	৬০৬৫.২২	৬৪.০৬
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	২৬.৩৭	৬.৪৪	১.৬৮	০.৭৯	০.২০	৭.০০	১২.৭৬	-	-
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	১২৮৫.৯৩	৩৫৭৪.১৪	২০.৭৬	২৩৭.৭৪	২৪৪.০৪	২২২.২৪	২৫৩৫.২৮	২৬৮.৯৫	২০০.৭৭
সার্ভিস শিল্প	৩৪৩১.৫৩	৮৮.৬৬	২৪৮১.৯৯	১৬৮৭.০০	৫৪.৩৮	১০৭.৯৮	৭৫১৫.০২	১৩৪৯.৭৮	১৮.৮৬
বিবিধ শিল্প	০.৭৩	১৩.৩৫	৪৬.৫৮	৭.১৩	৫.১৩	৫১.৯৮	২৪৫.৯৯	১৬৬৭.৯৮	২৬১০.১০
মোট	**৫১১৫.৫৮**	**৪৩১১.৫১**	**২৮০০.১১**	**২১২৮.৩২**	**৪২২.৬৯**	**৫১৫.০২**	**১০৩৭৭.৬৩**	**৯৭৪২.৩০**	**৪২৬৫.০৫**

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, * ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিবিধ খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ ৬১.২০ শতাংশ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো কৃষিভিত্তিক খাতে ২৬.৮৫ শতাংশ, ইঞ্জিনিয়ারিং ৪.৭১ শতাংশ ও বস্ত্র শিল্প ৪.১৪ শতাংশ।

লেখচিত্র ১৪:৪ এ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৪: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

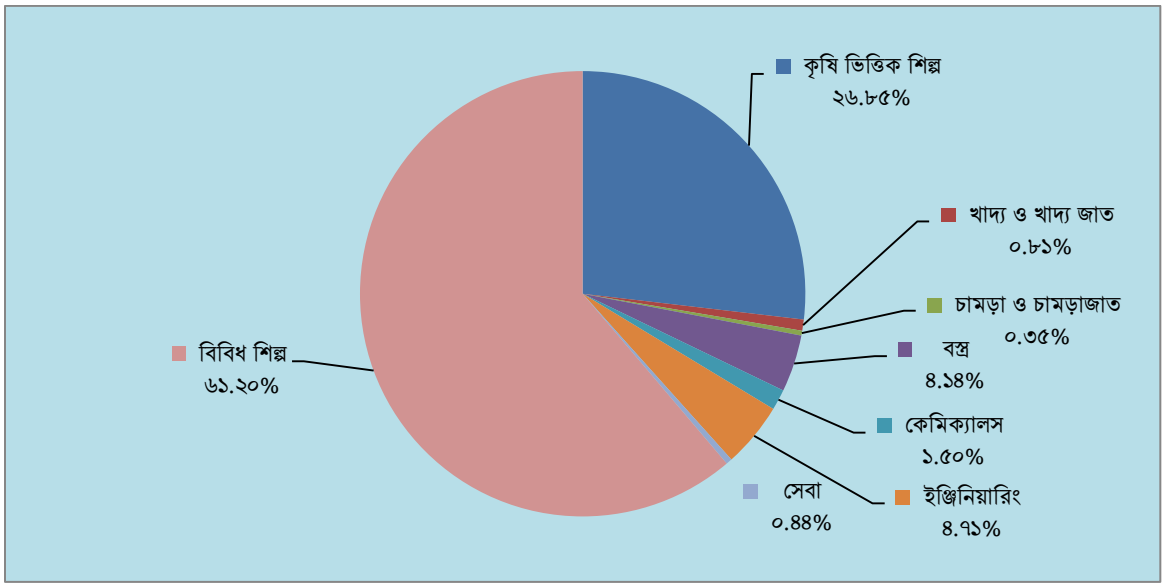

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, *ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার দেশভিত্তিক বিবরণ

২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর উৎস বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ৫৮টি দেশের নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবের বিবরণ সারণি ১৪.৫ এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৫ঃ নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
১.	সৌদি আরব	২.৩৭	০	০	২.৩৬	৫.৫০	২৪৫০.০৭৬	০.১২৫	১১৭.১৭৩
২.	আমেরিকা	৭.৯১	১১০.৪৯২	৮৫.০০	১২০.৮২	১৭.২৪	১৭৮.০১১	৪৯২.৬২৯	২.২৭৭
৩.	থাইল্যান্ড	২০১.২৮	৮১.৪৪	২৫.৭৫	১৮.৬৭	২৭.৬৭	৫৮৪.৫৬	৬.০২৪	৩০.৩৯৫
৪.	ভারত	১৯৭.৪৪	২১২০.৬৭	১৬৯.৬৩	৩৪.০৩	৩৩.৭৩	২০৯.৫০০	৩১০.১৩৯	১.৭৬১
৫.	দক্ষিণ কোরিয়া	২৪৪৭.৯৮	১১.৩৯	৭.৯০	৪.৫১	১৬১.৫৪	৯.১৫৯	১১৪.৬০২	৩.৮৫২
৬.	মালয়েশিয়া	১২.৫৬	৭.২৬	২.৩৬	৮.৫৮	৮৮.৩৯	২৩.৮১৬	০.৫৬১	১৭১৭.৩৭৫
৭.	নেদারল্যান্ডস	১৩৭.১	৩.৬০	০.৮৪	০.৬০	৪.৭৭	১৫.০৮১	০	৭২৯.৩৮৯
৮.	চীন	৪৯.২৬৪	১৬৪.৭২	১৬৮৩.৩২	২৫.১০	৭০.৩৯	৬১৫৩.৮৫৯	৩৭৫.১৮৯	০.২৬২
৯.	যুক্তরাজ্য	৭.৩৪	৬০.৬৭	০	৫৮.১৫	৫.০২	২.৬২৮	৩৮৬.০৭২	০
১০.	পাকিস্তান	৩.৯৭	০.৯১	০.৬৪	০	০	১.২৯৩	০	২৪৮.৪৬
১১.	জাপান	৮১.৭৯	৩৫.৪২	১৬.৭৭	৭.২২	৫৯.৭৯	১২.৩৭৫	৪৩.৭০৬	০
১২.	ডেনমার্ক	৩.৪১	৩.৯৫	১.০৬	০.৫১	০.০৪	০	০	৯৮.২৯১
১৩.	শ্রীলঙ্কা	৯৯.৪৩	৮৯.৯২	০.১৭	০	১.৬১	০.২	৩.৫৩২	০.১৩৩
১৪.	কানাডা	৮.৪৪	৪.২৪	১.২৮	৭.১৯	০.৮৯	০	৩.১১৪	০
১৫.	তাইওয়ান	৬.৬২	১.৫৩	৩.৬৪	১৬.৫৯	০.৮২	০	০.১৫২	১২৪৭.১৬৩
১৬.	সিঙ্গাপুর	৯২.৩০	১৬.২৯	২৯.৩২	৯.৬০	১.৯৭	৫৯৬.৯১৪	২৩৬.০৮৯	০
১৭.	তুরস্ক	৪.৭৬	৪.৪	০	২.২১	০.২৮	১.০২৬	৮.৫৩৫	০
১৮.	ইতালী	১.৯০	০.৮৩	২.৩৯	১.১২	০	১৬.৩৭৬	০	২৯.৯১০
১৯.	হংকং	১৬.১৬	২৩.৬৪	৩.৬৪	৮.৩২	২.৮৮	৩৮.০৬৯	৬.৫২০	০
২০.	আফ্রিকা	০	০	০	৩.৬২	০	০	০	০

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯*
২১.	আর্মেনিয়া ও রাশিয়া	০	০	০	০	০.২৩	৫০.১৩০	০	০
২২	বার্মুডা	৩১.৫৭	০	০	০	০	০	০	০
২৩	ফ্রান্স	৯.৪০	২.৩২	০.৮০	০	০	৩.১১৭	০	০
২৪.	ইন্দোনেশিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০
২৫	লেবানন	০	৪৬.৪০	০	১.১৩	০	০	০	০
২৬	মরিশাস	৪.৫৯	০	৫.১২	৫৪.৬৬	৯.৬৩	০	৩৪০.০০০	১০.২৭৪
২৭	ফিলিপাইন	০	০	০	০	০	০	০	২.৩৭৭
২৮	সুইডেন	১.৪৮	০.০৮	০	১৬.২৬	১.৮৩	১.০০৬	০	১৭.৯০০
২৯	সুইজারল্যান্ড	১১.৬৯	১.৭১	০.৫৮	১৪.৮২	০	০	০	০
৩০	ফিনল্যান্ড	০.৭১	০	০	০.৫৬	০	০	০	০
৩১.	সংযুক্ত আরব আমিরাত	১.৯৪	১.০৩	৫২.১০	০.৩০	১.১১	৯.৫০০	৬৯৮০.০৩৭	১.০৩৫
৩২	ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড	৬.৬৮	০	০	০	৮.৯৮	০	০	৪.০০০
৩৩	জার্মানী	২৬.৭৭	০.৩২	২.২৬	১.৩৪	৬.৫৯	০.০৪৭	৭.০০৩	০
৩৪	অস্ট্রেলিয়া	০.১২	০	৬.১৮	১.০১	১.০৪	০	০	০
৩৫	গ্রীস	০	০	০	০	০	০	০	০
৩৬	পর্তুগাল	০	০	০	০		০	০	১.৭১
৩৭	স্পেন	২.৮৭	০.৯৮	০.০২	১.৬৯	০	১২.০১৪	০	০
৩৮	পোল্যান্ড	০	০	০	০.৮৯	০	০	০	০.৩৫
৩৯	বেলজিয়াম	১.২৬	০	০	০	০	০	০	০
৪০.	মিশর	০	১.১৫	০	০	০	০	০	০
৪১.	হাঙ্গেরী	০	১.২২	০	০	০	০	০	০
৪২.	নরওয়ে	২২.৭১	০.১১	০	০	০	০	৪.৭৮১	০
৪৩	ভিয়েতনাম	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৪.	জর্দান	০.৬৫	০	০	০	০	০	০	০
৪৫.	কুয়েত	০.৯৮	০	০	০	০	০	০	০
৪৬	অস্ট্রিয়া	০	০	০	০	০.৮৮	০	০	০
৪৭.	মাল্টা	৩.১২	০	০	০	০	০	০	০
৪৮.	ইউএসই	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৯.	গিনি	০	১.১৬	০	০	০	০	০	০
৫০.	লিবিয়া	০	১.১৬	০	০	০	০	০	০
৫১.	সার্বিয়া	০	০.১৯	০	০	০	০	০	০
৫২	ইয়েমেন	০	০	২৭.২৮	০	০.৩০	০	০	০
৫৩	নাইজেরিয়া	০	০.৬২	০	০.৬১	০	০	০	০
৫৪.	লিথুনিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০
৫৫	ইরান	০	০	০	০	১.২৪	০	০	০
৫৬	উজবেকিস্তান	০	০	০	০	০	২.৭১৩	০	০
৫৭.	বেলারুস					০	৫.৮৭৫	০	০
৫৮	নেপাল	০	০	০	০	০	০	১.৩৪৭	০
	মোট	**৩৫০৫.০২**	**২৮০০.১১**	**২১২৮.৩২**	**৪২২.৬৯**	**৫১৫.০২**	**১০৩৭৭**	**৯৭৪২.৩০৮**	**৪২৬৪.৫১০**

উৎসঃ পলিসি এডভোকেসী অধিশাখা, বিনিয়োগ বোর্ড। * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

কর্মসংস্থান সম্ভাবনা

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম শিল্পায়ন। শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য। শিল্পখাতে বিনিয়োগের ফলে ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজরি এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে ১,২৫,১৭৭ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। লেখচিত্র ১৪.৫ এ ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৫ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ

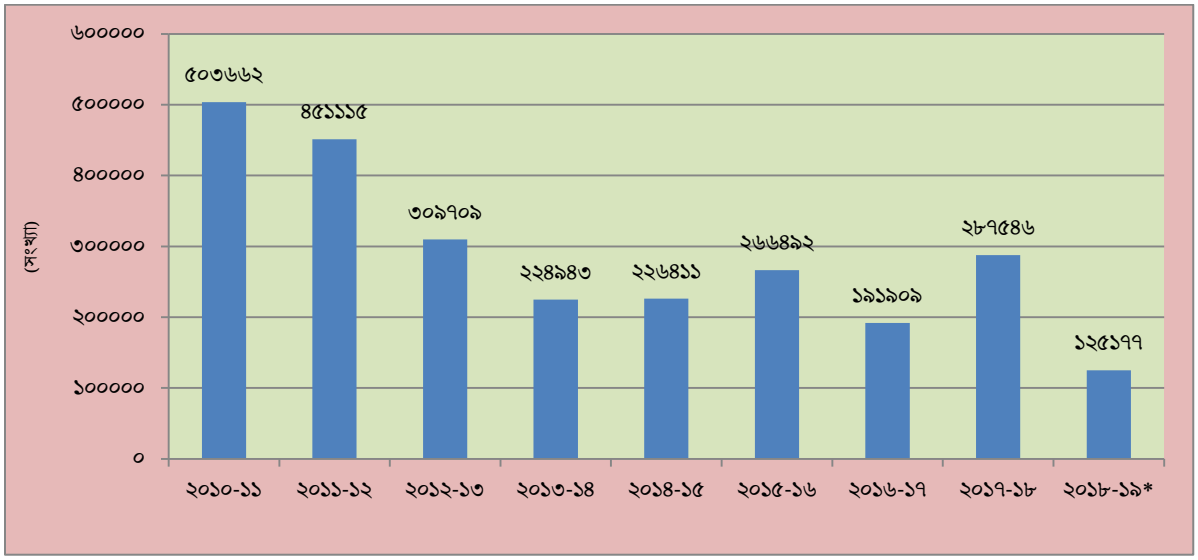

উৎসঃ মাসিক প্রতিবেদন (২০১৮-১৯), পলিসি এ্যাডভোকেসী অধিশাখা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাছাই কমিটি কর্তৃক বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করে থাকে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছর পর্যন্ত অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাবের তথ্য সারণি ১৪.৬ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৪.৬ঃ অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব ও ঋণের পরিমাণ

অর্থবছর	অনুমোদিত ঋণ প্রস্তাব (সংখ্যা)	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (মিঃ মাঃ ডলার)
২০০৯-১০	১৬	১৭৫.৯৩
২০১০-১১	২৬	৪৩১.৪৬
২০১১-১২	৩৫	১০৪৭.৯৩
২০১২-১৩	৮৮	১৭৯৫.২৮
২০১৩-১৪	১০৬	১৪৫৩.৩৮
২০১৪-১৫	১৫৩	২২৯৯.৬১
২০১৫-১৬	১২৭	৮৮৭.৬৯
২০১৬-১৭	১৫৩	১৬০৪.৩৭
২০১৭-১৮	১১৬	২১১৬.১৩
২০১৮-১৯*	৬২	৩৪৯৮.৬৪
মোট	৮৮২	১৫৩১০.৪১

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

বাণিজ্যিক অফিস অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বাংলাদেশে বিদেশি কোম্পানির ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপন ও মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করে থাকে। সারণি ১৪.৭ এ ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি) স্থাপনের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৭ ঃ অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস এর পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	ব্রাঞ্চ অফিস	লিয়াজোঁ	প্রতিনিধি
২০১৩-১৪	৯৬	২১৫	৭
২০১৪-১৫	১২০	২৪৯	১১
২০১৫-১৬	১০২	২২২	১৫
২০১৬-১৭	১২০	২১১	১১
২০১৭-১৮	১৮৪	২৫৭	১৪
২০১৮-১৯*	৯৫	১৩০	১৭
মোটঃ	৭১৭	১২৮৪	৭৫

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) বিনিয়োগ পরিস্থিতি

শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশ এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে দেশে ৮টি ইপিজেড রয়েছে। এগুলো হলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, মোংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী। এই আটটি ইপিজেডে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৫৭২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪৭০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বর্তমানে উৎপাদনরত এবং অবশিষ্ট ১০২টি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে মোট ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৪,৮৮৪.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২০৩.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ৭১.৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে ইপিজেডসমূহে মোট রপ্তানি হয়েছে ৫,০১৭.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট ৫,১৪,২৬২ জন বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে, এর মধ্যে ৬৪ শতাংশই নারী।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা)

দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের উন্নয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের দায়িত্ব পালন করে। এ ছাড়াও, বেজা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন বর্ধিতকরণ এবং রপ্তানি বৈচিত্র্যকে দ্রুততর করার জন্য কাজ করছে। পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ ও সমৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার 'বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতিমালা, ২০১৫' অনুমোদন দিয়েছে। এই নীতির অধীনে, কৃষি, শিল্প, উৎপাদন, সেবা, বাণিজ্যিক, প্রযুক্তি, পর্যটন, হাউজিং, বিনোদন বা বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ অনুমোদিত এবং প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। উপরন্তু, বাংলাদেশ বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতিমালা ২০১৫, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধাগুলির জন্য নির্দেশিকা সরবরাহ করছে।

২০৩০ সালের মধ্যে ১০ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান এবং ৪০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের রপ্তানি লক্ষ্য অর্জনে বেজা কাজ করছে। সরকার ইতোমধ্যে ৮৮টি অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদন করেছে। এগুলির মধ্যে ৬১টি সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ২৭টি বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (Public Private Partnership-PPP)

বিনিয়োগ ঘাটতি পূরণে সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক প্রকল্প (পিপিপি)কে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ নীতি পূঁজি সংস্থানকে ত্বরান্বিত করে। বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য 'Procurement Guidelines for PPP Projects, 2018' প্রণয়ন করা হয়েছে। অবকাঠামো খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য এ খাতে আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। প্রকল্প প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকিতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এসব ব্যবস্থার ফলে দেশের অবকাঠামো নির্মাণে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (BIFFL) নামক ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

পিপিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ২৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ব্যয়ে ১৩টি খাতে বর্তমানে ৫৬টি প্রকল্প নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি অংশীদারের সংগে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে যার প্রকল্প মূল্য ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইতোমধ্যে অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্পসমূহের তালিকা সারণি ১৪.৮ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৪.৮ঃ অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্প

ক্রমিক নং	খাত	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
	পরিবহণ খাত	
১	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (চক্তি স্বাক্ষরিত)	১২৪৩
২	মোংলা বন্দরে ২টি জেটি নির্মাণ	৫৩
৩	খান জাহান আলী বিমানবন্দর, বাগেরহাট	৩০০
৪	ঢাকা বাইপাস চার লেনে উন্নীতকরণ	৩৫০
৫	ঢাকা- চট্টগ্রাম এ্যাকসেস কনেট্রাল হাইওয়ে	৩২০০
৬	লালদিয়া বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ	৩০০
৭	খানপুরে অভ্যন্তরীণ কনেটনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা	৩০
৮	ধীরাশ্রম রেলস্টেশনে নতুন আইসিডি নির্মাণ	৭০
৯	পাটুরিয়া-গোয়লন্দতে ২য় পদ্মাসেতু নির্মাণ	১৫০০
১০	বে টার্মিনাল	২০৮৯
১১	হাতিরঝিল- রামপুরা সেতু	৩০০
১২	শান্তিনগর-মাওয়া ফ্লাইওভার	৩০০
১৩	পিপিপি এর মাধ্যমে নন ইন্ট্রুসিভ ইন্সপেকশন (এনআইআই) প্রকল্প বাস্তবায়ন	১০০
১৪	গাবতলী নবীনগর রোড	৩৪০
১৫	চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে উন্নীতকরন	১৪৬২
১৬	এমআরটি লাইন-২	৩৪৭৯
১৭	নারায়ণগঞ্জ শহরের জন্য লাইট রেপিড ট্রানজিট সিস্টেম	২০০
১৮	কমলাপুর রেলওয়েতে মাল্টি মোডাল হাব তৈরি	৫০০
১৯	বিমানবন্দর রেলওয়েতে মাল্টি মোডাল হাব তৈরি	২০০
২০	সার্কুলার রেলওয়ে লাইন	১০০০
২১	পায়রা পোর্ট ড্রেজিং	৯৫০
২২	পায়রা পোর্ট কোল টার্মিনাল	৬৬০
২৩	পায়রা পোর্ট কন্টেইনার টার্মিনাল	৩০০
	অর্থনৈতিক জোন	
১	জামালপুরে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৪০
	পর্যটন খাত	
১	কক্সবাজারে পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	১০০
২	জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রামে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ	৫০
৩	কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (মোটেল উপল)	৪৫
৪	সিলেটে পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণ (বিদ্যমান পর্যটন হোটেলে)	২০
৫	পাঁচ তারকা হোটেল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুজগুন্নি, খুলনা	৩০
৬	তিন তারকা হোটেল, পশুর, মোংলা, বাগেরহাট	১৫
	স্বাস্থ্য খাত	
১	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার নির্মাণ	২
২	ঢাকার কিডনী হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার স্থাপন	১
৩	বয়স্ক নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও হসপিটালিটি কমপ্লেক্স নির্মাণঃ অবসর	১০
৪	সৈয়দপুরে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৫	পাকশীতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৬	খুলনায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও ২৫০ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণ	১০০
৭	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ আধুনিকীকরণ	৩০
৮	কমলাপুর মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইন্সটিটিউট স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	১০০
৯	চাষাড়া নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র হাসপাতাল উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ	৩৫
১০	টঙ্গীতে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র হাসপাতাল উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ	৩৫
	আবাসন ও নগরায়ন খাত	
১	মিরপুরে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ	৪৪
২	চট্টগ্রামে রেলওয়ের জমিতে হোটেল-কাম-গেস্ট হাউস ও শপিং মল নির্মাণ	৬
৩	খুলনায় রেলওয়ের জমিতে হোটেল-কাম-গেস্ট হাউস ও শপিং মল নির্মাণ	৩০
৪	চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন ও আবাসিক এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ	২০০
৫	নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য ঢাকায় বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (ঝিলমিল প্রকল্প)	১১৭৪
৬	নতুন পূর্বাচলে হাই রাইজ এপার্টমেন্ট নির্মাণ	৫০০
৭	চট্টগ্রামে নো-ভিউ গেস্ট হাউজ নির্মাণ	২২
৮	মিরপুর টাউনশিপ প্রকল্প (ফেজ-২)	৯৭৪
৯	পূর্বাচল পানি সরবারাহ, ড্রেনেজ ও পয়নিস্কাশন প্রকল্প	৮০
১০	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য ইন্টিগ্রেটেড ওয়েস্টওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উন্নয়ন	৬৪
	শক্তি খাত	
১	চট্টগ্রামের কুমিরাতে এলপিজি বটলিং প্লান্ট স্থাপন	৫০

ক্রমিক নং	খাত	সম্ভাব্য ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
	শিক্ষা খাত	
১	দি ইনোভেশন এন্ড ইনোভেটর সেল প্রকল্প আধুনিকীকরণ	১০
	আইটি খাত	
১	ইনফো সরকার ৩	১২০
	শিল্প খাত	
১	ডেমরা টেক্সটাইলমিল উন্নয়ন	৪০
২	টংগী টেক্সটাইল মিল উন্নয়ন	৫০
৩	টাঙ্গাইল কটন মিল উন্নয়ন	১৫০
৪	বিটিএমসির ১৩টি টেক্সটাইল মিল প্রোগ্রাম	৫০০
	সর্বমোট ৫৬ টি প্রকল্প	**২৩৭০৩**

উৎসঃ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব কর্তৃপক্ষ।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গণ্য করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এসব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এ লক্ষ্যে 'কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম', 'স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এবং জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব্ স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজেস (এফএসপিডিএসএমই)' প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ অথবা পূর্ব অর্থায়ন স্কীম থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু রয়েছে। এছাড়া, নতুন উদ্যোক্তাদের ষ্টার্ট আপ ক্যাপিটাল সরবরাহের জন্য 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের সুবিধার্থে 'কৃষিভিত্তিক শিল্প', 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী উদ্যোক্তাসহ)' এবং 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা' খাতে 'ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কর্মরত সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ২০১৮ সালে (সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত) ৫,১২,৫৩৯টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,১৫৬,৫৪.৮৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে ২০১৮ সালে ৪৬,১৬২টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৪,১৪৬.৩৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কতিপয় নির্বাচিত খাতের বেসরকারি খাত উন্নয়ন কার্যক্রম

আইসিটি খাত

দেশে হাই-টেক শিল্প তথা তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০' এর আওতায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে দেশের বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে প্রথম পর্যায়ে ২৮টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করেছে। ইতোমধ্যে যশোরে 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক', ঢাকার কাওরান বাজারে 'জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' এবং নাটোরে 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ৩৫৫ একর জমির উপর 'বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি' স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

টেলিযোগাযোগ খাত

টেলিযোগাযোগ খাত উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ টেলিযোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। ২০০৪ সালে যেখানে দেশে মোবাইল ফোনের মোট গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৪০ লাখ,

সেখানে ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস নাগাদ দেশে মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা ১৫.৭৫ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে বেসরকারি মোবাইল ফোন কোম্পানির SIM ব্যবহার করছে ১১.৮৭ কোটি গ্রাহক। বর্তমানে ১০ লাখের বেশি লোক মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মরত আছে। মোবাইল ফোন খাত থেকে বিপুল পরিমান রাজস্ব আয় হচ্ছে যা দেশের মোট রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। মোবাইল ফোন খাতে ট্যারিফ ১৫ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ কমানো হয়েছে যার ফলে দেশের জনগণ কম খরচে দেশে এবং বিদেশে কথা বলতে পারছে। পার্বত্য জেলা গুলোও মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাত

ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্য পূরণের লক্ষ্যে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ২,৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকার শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন নয় বিদ্যুৎ বিতরণ ও সঞ্চালন লাইন উন্নয়নের জন্যও কাজ করছে। বর্তমানে দেশের মোট জনগণের শতকরা ৯৩ জন বিদ্যুৎ সুবিধার (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) আওতায় এসেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ৯,০৬৫ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৭,৮৫৪ মেগাওয়াট এবং ভারত হতে ১,১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ গ্রিডভিত্তিক মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১৮,০৭৯ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে, যা ক্যাপটিভ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২১,১৬৯ মেগাওয়াট। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৪১,১২৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে ৪০ শতাংশই পাওয়া গেছে বেসরকারি খাত থেকে, ৪৮ শতাংশ এসেছে সরকারি খাত থেকে এবং অবশিষ্ট ১২ শতাংশ আমদানি করা হয়েছে।

শিক্ষা খাত

সকল স্তরে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ভূমিকা রেখে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য এ খাতে সরকার আর্থিক প্রণোদনা দিচ্ছে। বেসরকারি খাতে শিক্ষার গুণগত মান ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে এ পর্যন্ত ৯২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রণের জন্য এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক ও সংস্থাকে রাজস্ব বাজেট হতে অনুদান প্রদান করছে। বর্তমানে দেশে বেসরকারি খাতে ৬৯টি মেডিকেল কলেজ, ১২টি ডেন্টাল কলেজ, ১৩টি স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউশন, ২০০টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট স্কুল, ৯৭টি ইনস্টিটিউশন অব হেলথ টেকনোলজি এবং ২৪টি নার্সিং কলেজ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধই স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর তথ্য অনুযায়ি, দেশের ৫৪টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশসহ বিশ্বের ১৪৬টি দেশে রপ্তানি করছে। ২০১৮ সালে সর্বমোট ২৭২টি এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৩,৫১৪.২৮ মিলিয়ন টাকার ঔষধ রপ্তানি করেছে। এর পাশাপাশি জাতীয় স্বাস্থ্যসেবায় আইনগত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধের অবদানও উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে দেশে ২৭১টি ইউনানী, ২০৫টি আয়ুর্বেদিক, ৭৮টি হোমিও এবং ৩২টি হারবাল ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আছে।

পর্যটন খাত

সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত পর্যটন খাত উন্নয়নে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকার বেসরকারি উদ্যোক্তাদের পর্যটন খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করেছে। পর্যটন খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের ফলে এ খাতে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশে সালে বাংলাদেশে ৫,৩০,৬৬৫ জন পর্যটকের আগমণ ঘটে এবং এ থেকে মোট আয় হয় ৭৯.৮৩ মিলিয়ন ডলার। এ যাবতকালে ২০১৬ সালে পর্যটন খাত থেকে সবচেয়ে বেশি আয় হয় ১৬৩.২০ মিলিয়ন ডলার, যা ২০১০ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

বীমা খাত

ব্যবসা ঝুঁকি হ্রাস ও জনগণের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানে বীমা খাত নিরলসভাবে কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দুটি প্রতিষ্ঠান 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন' ছাড়াও বর্তমানে দেশে ৭৬টি বেসরকারি বীমা কোম্পানি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারি বীমা কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৪৫টি সাধারণ বীমা ও ৩১টি জীবন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে বীমা শিল্প প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৭ সালে সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ২,৯৮১.৪৩ কোটি টাকা, মাত্র এক বছরেই তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮তে দাঁড়িয়েছে ৩,৩৮১.৫৯ কোটি টাকা। আয় বৃদ্ধির হার ১৩.৪২ শতাংশ। সারণি ১৪.৯ এ সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের চিত্র উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৪.৯ঃ সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ (%)	বেসরকারি খাতের অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি খাতঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি খাতঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০১০	১৬৬.০০	১৪৯১.৫৫	১৬৫৭.৫৫	১০.০১	৮৯.৯৯	২.৮৮	২১.৪৩	১৯.২৮
২০১১	২৩১.৪১	১৭৩৫.৯৬	১৯৬৭.৩৭	১১.৭৬	৮৮.২৪	৩৯.৪১	১৬.৩৯	১৮.৬৯
২০১২	২১৮.৯২	১৯৪৮.৩৫	২১৬৭.২৭	১০.১০	৮৯.৯০	-৫.৪০	১২.২৩	১০.১৬
২০১৩	১৯০.৯৬	২১০১.৮৪	২২৯২.৮০	৮.৩৩	৯১.৬৭	-১২.৭৭	৭.৮৮	৫.৭৯
২০১৪	১৭৬.১১	২২৬৯.৬০	২৪৪৫.৭১	৭.২০	৯২.৮০	-৭.৭৭	৭.৯৮	৬.৬৭
২০১৫	২০৭.৩১	২৪৩৫.৭০	২৬৪৩.০১	৭.৮৪	৯২.১৬	১৭.৭১	৭.৩২	৮.০৭
২০১৬	২২৩.৪৯	২৫৪৯.৩৮	২৭৭২.৮৮	৮.০৬	৯১.৯৪	৭.৮১	৪.৬৭	৪.৯১
২০১৭	২৩৮.৬৬	২৭৪২.৭৭	২৯৮১.৪৩	৮.০০	৯২.০০	৬.৭৮	৭.৫৯	৭.৫২
২০১৮	৩৪৮.৯০	৩০৩২.৬৯	৩৩৮১.৫৯	১০.৪২	৮৯.৬৮	৪৬.১৯	১০.৫৭	১৩.৪২

উৎসঃ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে, সরকারি 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও ৩১টি বেসরকারি জীবন বীমা কোম্পানি ২০১৮ সালে জীবন বীমা প্রিমিয়াম হিসেবে আয় করেছে ৯,০৪৬.১৭ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ৮৫৫.১৯ কোটি টাকা বেশি। আয় বৃদ্ধির হার ১০.৪৪ শতাংশ।

সরকারি ও বেসরকারি জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.১০ এ বর্ণনা করা হলোঃ

সারণি ১৪.১০ঃ জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ (%)	বেসরকারি খাতের অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০১০	৩৪১.৯২	৫৪৯৩.০৯	৫৮৩৫.০১	৫.৮৬	৯৪.১৪	২.১৬	১৯.৫৮	১৮.৩৯
২০১১	৩০৭.৮৮	৫৯৪৬.৮৫	৬২৫৪.৭৪	৪.৯২	৯৫.০৮	-৯.৯৫	৮.২৬	৭.১৯
২০১২	৩৪৩.২০	৬২৪৩.৯০	৬৫৮৭.১০	৫.২১	৯৪.৭৯	১১.৪৭	৫.০০	৫.৩১
২০১৩	৩৬৫.১১	৬৪৭৪.৬০	৬৮৩৯.৭১	৫.৩৪	৯৪.৬৬	৬.৩৮	৩.৬৯	৩.৮৩
২০১৪	৩৮৯.৯৩	৬৬৮৫.৫৮	৭০৭৫.৫১	৫.৫১	৯৪.৪৯	৬.৮০	৩.২৬	৩.৪৫
২০১৫	৪০৩.৭৪	৬৯০৯.০৬	৭৩১২.৮০	৫.৫২	৯৪.৪৮	৩.৫৪	৩.৩৪	৩.৩৫
২০১৬	৪১২.৫১	৭১৭০.৬৭	৭৫৮৩.১৯	৫.৪৪	৯৪.৫৬	২.১৭	৩.৭৯	৩.৭০
২০১৭	৪৭৪.৭২	৭৭১৬.২৫	৮১৯০.৯৮	৫.৮০	৯৪.২০	১৫.০৮	৭.৬১	৮.০১
২০১৮	৫১৩.৮১	৮৫৩২.৩৬	৯০৪৬.১৭	৫.৬৮	৯৪.৩২	৮.২৩	১০.৫৮	১০.৪৪

উৎসঃ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।